প্রথম সংস্করণ

দেবীপক্ষ, ১৩৬৭

প্রকাশক

শ্রীঅমিয়কুমার সিংহ

নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা

বঙ্গদেশ

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্র

শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী

মুদ্রক

শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত

ভারত ফটোটাইপ প্রেস

৭২/১, কলেজ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা ১২

পঞ্চমুখ

উৎসর্গ

সুধীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য
অজিতমোহন গুপ্ত
শ্রীশকুমার কুণ্ড

করকমলে —

ভূমিকা

আনন্দের মালা গাঁথা হয় ফুলে -সুন্দর সুরভি হয় নতুন দিনের আলোক-রঞ্জিত মুহূর্ত, পবিত্র পূজার অঞ্জলি, প্রিয়জনের অনবদ্য উপহার।—সংসারে কাঁটারও প্রয়োজন কম নয়—কাঁটা দিয়ে হয় কাঁটা তোলা। কাঁটার আড়ালে ফোটে ফুল, প্রাণের শস্য, রসের ফল। কাঁটা অবাঞ্ছিত শত্রুর অমঙ্গল হাত থেকে পেলব পুষ্প-প্রাণকে বাঁচায়—কুঁড়ি সূচীতীক্ষ্ণ বৃন্তে-ধরা থেকে হয় কুসুম। কথার কাটায়ও ছিন্ন হয় সমাজ-দেহের অনেক বিস্ফোটকের মুখ। এ ক্ষেত্রে কাটা প্রাণদ—দুষ্টব্যাধি থেকে প্রাণকে বাঁচায়, ব্যক্তি-মানসের ক্লেদ, রক্ত বিষ করে নিষ্কাশিত। সাহিত্যে কথার কাঁটায় গাঁথা ব্যঙ্গ রচনার সার্থকতা এইখানে।

এই গ্রন্থ প্রকাশে অদ্বৈত-বংশাবতংশ শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী ও শ্রীমতী বীণাপাণি গোস্বামীর প্রচুর আনুকূল্য পেয়েছি। এজন্য তাঁদের কাছে ঋণী রইলাম।

ইতি

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন আশ্রম
কলিকাতা

শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী

১

ঘোরেন নেতা ঘরে-ঘরে
ভোটের প্রসাদ ভিক্ষা করে,
দেশটাকে যান রক্ষা করে—
চালান হাতী অশ্ব বড়ে
পাশা খেলেন নরের হাড়ে,
এরা দেশব্রতী গণপতি
সুখে চড়েন সবার ঘাড়ে ॥

২

রাজা হাটলে হাজার পায়,
বুলবুলিরা ধান খেয়ে যায়।
দশভূতে নেয় দেশ লুটে,
সর্ষে ফুল হর্ষে ফুটে।
কাকে পায় না পাতের শেষ;
কাল বাঁধে না শোকের বেশ॥

৩

নীলগাই দুধ দেয়

দীঘি টলমল,

কৃষ্ণনগরে মেলে

কাঁচা-পাকা ফল।

চাঁদ জ্বলে রাত্রে,

সুধা ঢালে পাত্রে—

তবু বলে নাই নাই

হা-ভাতের দল॥

৪

প্রভু আমার এ দুর্দিনে
একটু ফিরে চাও,
দয়া করে দেশ-সেবার
সুযোগ কিছু দাও।
এদল ছেড়ে ওদলে ভিড়ে
লুটি সুখের ফাও।
কেউ যদি বাধ সাধে,
ফেলতে চায় ফাঁদে—
ল্যাং মেরে ঠ্যাং দেবো ভেঙে
মানবো না ডান-বাও॥

৫

শনির দৃষ্টি দেশের ওপর আয়রে ভোটের না'।
হাট জমাতে সঙ্গে আনিস কাক শৃগালের ছা।
সুখের গর্ত খুড়বে নখে, ছড়াবে হাড়-কাঁটা।
ঘাড়ে কিম্বা লেজের দিকে কাটবে যে যার পাঁঠা।
দেশটা হবে রূপান্তর ধূ-ধূ তেপান্তরে,
উচিত কথা বলতে গেলে ঘেরাও হবে ঘরে।
খোঁড়া উঠবে মানের চূড়ায়, বোবায় দেবে ভাষণ,
পালা করে ভাগাভাগির চলবে লুটের শাসন।
দধির সর বেড়াল খাবে, ছাগল ধানের আগা,
ঘুচবে না আর কোনো কালে পরের ঘরে মাগা।
লাউ কুমড়া হাতী ঘোড়া যাবে বাঘের পেটে,
দেশহিত-ব্রতের ভোগ শেয়াল খাবে চেটে।
দশের তাড়ায় তাসের রাজা ছুটেন ডান-বা,
গদী রাখতে গদা ধরেন, দল রাখতে পা॥

৬

এ কালের পাণ্ডা,
হাতে তার ডাণ্ডা।
আন-দলে মানে না,
মেরে করে ঠাণ্ডা।
ফেউ ঘোরে সঙ্গে
দুই দশ গণ্ডা॥

৭
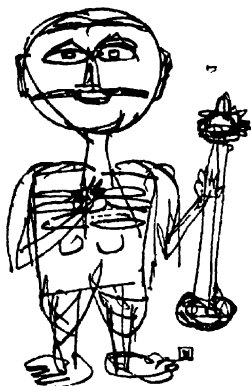
শনির বরে যম-জামাই আসেন যখন ঘরে,
কর্তা-গিন্নী সকাল থেকে ভোগেন কম্পজ্বরে।
ছাগল-ভেড়া প্রাণের ভয়ে চেঁচায় সমস্বরে॥

৮

মন্ত্রী করো, মন্ত্রী করো মা -
ভোটের জোরে সুখের চরে
ভিড়ুক আমার না’।
দুদিন বাদে সোনার পদ্মে
রাখবে রাঙা পা।
দেশের অন্ন লাগবে ভোগে,
তোমার আমার যাগে যোগে
চাঁদের দশায় পুষবো ক’টি
শখের হাতীর ছা॥

৯

দেশোদ্ধারের ব্রত আমার সাঙ্গ হবে কবে ?
বঙ্গ হলে রঙ্গভূমি, দিলে হরিধ্বনি সবে।
জামাই হবে পুলিশ সুপার, ছেলে যাবে বিলাত,
দেশরত্ন হ'লে হবে আর এক কিস্তি মাৎ।
রাজনগরে উঠবে বাড়ি, শ্যামপুকুরে বাগান,
সমান হবে যখন দুই মান ও অসম্মান।
বহু বছর করেছি এই জন-জীবন চাষ,
সোনার ফসল তুলতে হবে আসুক পৌষ মাস।
দেশের সুহৃদ আমার মত রাজ্যে আছে কে ?
পাল্কি দেবো বাস-প্রবাস আসুক তারা দেখে।
নিন্দা করে মিথ্যা যত কাকতাড়ুয়ার দলে,
সকাল-সান্ধ্য নগদ বিদায় পায়নি কিছু বলে॥

১০

আজব দেশের কালোবাজার,
লক্ষ্মী ছেলে দস্যি রাজার।
চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই,
ঘরে অন্ন-বস্ত্র নাই নাই।
লুটের মালে খবরদারী,
রাজপুরুষের পকেট ভারী।
ভোগের অন্নে কাঁকর মাটি,
দুধ ঘি তেল ভেজাল খাঁটি।
হাটে বিকায় সঙের বেশ,
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ ॥

১১

কাকের ভুখে—পড়ার ফল
যোগায় পাড়ার ছাত্রদল।
কুকুর চাটে ঘিয়ের বাটি,
রক্তে ভিজে দেশের মাটি।
শাসন করে সাতাশ দল,
বসেন কাঁধে শনি-মঙ্গল।
প্রবল প্রতাপ বাস্তুঘুঘুর,
ফ্যাশন-পাগল খোকাখুকুর।
উচিত কথা বললে কেউ,
চেঁচিয়ে ওঠে একশ ফেউ॥

১২

উপোস দিলে পা-পোষ পাবে
কালের হবে বালিশ ।
কাদার খালে ডুবলে মেলে
হাজার গণ্ডা ইলিশ।
মোক্ষ লাভের জন্যে আছে
পাতের ঘিয়ে বিষ ॥

১৩

চোর-ডাকাতে ভাই-ভাই,
কারো ঘরে স্বস্তি নাই।
দলের উড়ালে জয়ধ্বজা,
লুট কুড়াবে দলের প্রজা—
সেই আনন্দে বগল বাজা,
গর্জে বুলির ব্যালট তাজা॥

১৪
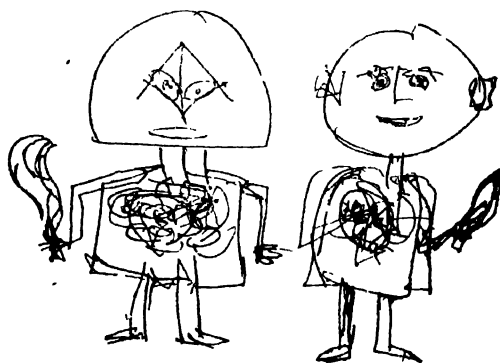
দুই মাঝি এক নায়,
চারদিকে দাঁড় বায়—
দিন কাটে এক ঠাঁয়
কাল আসে অবেলায়

১৫
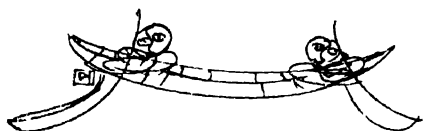
রাজনীতি যার নীতি
খাঁটি ছাঁকা দুর্নীতি।
মাথাহীন মোটা হাতী
দশঘর লুটে পুটে
বড় হওয়া রাতারাতি,
দেশে জ্বালা লালবাতি॥

১৬

মস্ত দেশের রাজা,
ত্রিশ কোটি তার প্রজা।
খেতে দেয় চিড়া-খৈ
কাচকলা তাজা কৈ।
গাছে তুলে কাড়ে মৈ
দেশ জুড়ে হৈ-হৈ ॥

১৭

মেয়েটা হ্যাংলা বড়, ছেলেটা বখাটে,
বেচাকেনা করে তারা প্রেমের হাটে—
মুনাফার ঘ্রাণ পেলে ঘোরে দশঘাটে ॥

১৭

ঘোরে যারা টাকার চাকায়
কাঁঠাল ভাঙে পরের মাথায়।
মনটা ওদের ভীষণ ফাঁকা,
মোটাবুদ্ধি ধামায় ঢাকা।
ভোগের সরা ভাবে এ ধরা,
খোঁজ রাখে না নিজের ছাড়া
সুখের সরে পুষ্ট প্রাণ,
ঘরের পরের রাখে না মান।
দম্ভে হলে দাঁতাল হাতী,
শনি ধরেন মাথায় ছাতি॥

১৮

যদি বিলেত যাও মিলবে ফাও
ধবল রাজকন্যে।
শক্ত খুঁটি থাকলে ভাবনা নেই
পদপাদবীর জন্যে।
ঘরে থাকলে পর ভোটের জোর
ভেট পাওয়া যায় প্রচুর।
যত আমলারা সব সেলাম ঠোকেন
মন্ত্রী বলেন হুজুর॥
চাই গণ্ডা শতেক মণ্ডা সোনার
পাণ্ডা হতে গেলে,
ষড় চক্রে বাঁধা দলের গাধা
চেঁচায় অকুস্থলে।
চলে পুকুরচুরি অফিস ফাঁকি
রইলে দলের প্রসাদ,
যত ভেড়ার হয় ঘোড়া রোগ
প্রভু হবার সাধ॥

১৯

কাকে বলে মানব জীবন ?
চাষ করেছি শরীর।
ঘাটের কোঠায় এসে পেলাম
কালের জীর্ণ চীর–
ডাকিনী মুখ খেয়েছে চেটে
প্রাণের ঘন ক্ষীর,
রাত ঘুব ঘুব ছয় কানায়
ভাঙে সুখের নীড়॥

২০

সোনার দরে মান বিকায়,
টাকা দেখলে সোহাগ গজায়
ঘর-কন্নায় গিন্নী পাকা,
ক্রোধে করেন আগুন সেঁকা।
মেজাজ চড়ালে পঞ্চমে,
সেবা-সেবক মানেন যমে॥

২১
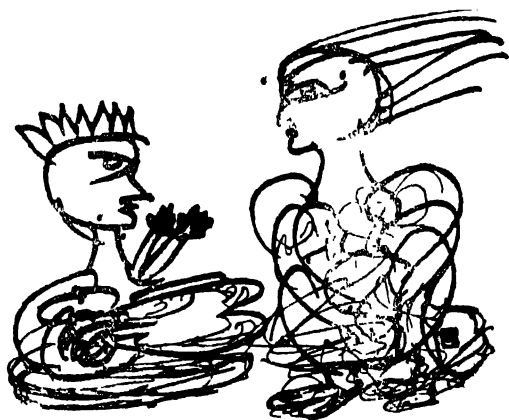
ঘটটার পাঁচ মুখ
শুধু ভণে নেই সুখ।
কত ছায়া ভয় ঘোরে
এইটুকু তার ঘরে—
মাথা নাড়ে সুখ কাড়ে
—বুক করে ধুকধুক ॥

২২

বহু হলে বল্লভ, বহু চাটুকার— '
সুখের সোনায় ভরে কলির সংসার

২৩

বুড়োর কাছে আদর মেলে
হরেকৃষ্ণ বলে,
নিদান ঘুচে বিধান সভার
রইলে কোনোদলে,
মালা হবে আধুনিকার
রঙ-করা সঙ হলে ॥

২৪

উটের মত কার
ছায়াটা দোলে বুকে,
খেজুর কাঁটা তাই
স্বভাব খায় সুখে—
বেহায়া মন শুধু
রক্ত মাখে মুখে ॥

২৫

বিদ্যার অভিমান
ভেঙে হয় সাতখান।
পাঁচ ভূত কালি মাখে,
দশদিকে ছুটে প্রাণ।
দিনরাত কাণামাছি
কানে করে ভ্যান-ভ্যান ॥

২৬

ঈশ্বরকে চাই—
সুখের সর চোখে
স্বর্গ যদি পাই।
নইলে তাঁর কথা
শীতের ছেঁড়া কাঁথা।
—ঈশ্বরের মুখ,
মনের কোনো অসুখ

২৭

মাছি বৃথা খুটে গোদা নেতাদের পা।
বাড়ি পায় গাড়ি পায় ঘুঘুদের ছা॥

২৮

চতুর যারা আপন বাদ্যি বাজায় চৌতালে,
বাঘের ছাল পবে নেতা ঘোরেন মেষপালে।
নন্দী পোড়ায় মহানন্দে প্রাচীন নক্সীকাঁথা-
কলি ধরেন কালের মাথায় লাল আগুনের ছাতা ॥

২৯
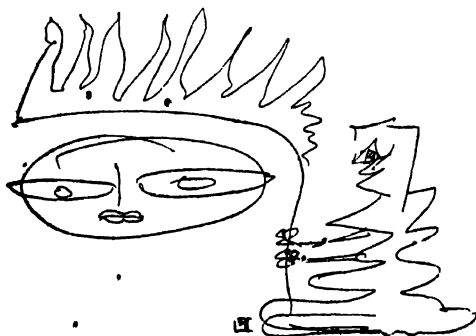
গাইয়ের নাম গঙ্গা জলের নাম দুধ।
কালের প্রভু ভীষণ বাম, চালে কাঁকর ক্ষুদ।
আর্যা দেখে ভার্যা গুনেন কালো টাকার সুদ।
পাকাল মাছ কাদার খালে দিব্যি করে খেলা,
শাসন জালে ধরা পড়ে পুঁটি, ট্যাংরা, চেলা।
পোড়া দেশের পাড়া চষে দলের হাতী, বড়ে—
পেশাদারী খবরদারী চলে দশের ঘরে।
শনি হ'ন মুখ্য সচিব সঙ্গে চপল বুধ—
কুঁজের ওপর ওঠে সুখের মস্ত আর এক ককুদ॥

৩০

খুঁটি যদি খাটো হয়, ভাগে পড়ে ছাই।
বিদ্যার ছাপটার ঘুচে চেকনাই।
রোদে পুড়ে রঙ হয় হাঁড়ি চাছা কাই ॥

৩১

হাটে মেলে ভালোবাসা, ঘরে রাঙা বউ
টাকা দিয়ে চাখা যায় স্বর্গের মউ ॥

৩২

শ'খানেক আসন চাই
গদীটা হবে উচ্চ,
দস্তি যত সদস্যিদের
বাঁধা থাকবে পুচ্ছ।
দল পাবে দলের ভাগ,
বলি হবে লক্ষ ছাগ—
প্রসাদ পড়বে পাতে পাতে
শনির রাজ্যে রাহুর ঘরে
সবাই থাকবে দুধে-ভাতে॥

৩৩

দিনগুলি সুখে ঢাকা।
সময়ের মউ চাখা
চলে যত, ভাগ্যের
বিপরীত ঘোরে চাকা।
অদৃশ্য হাতে কার
সব হয় ধূ-ধূ ফাঁকা॥

৩৪
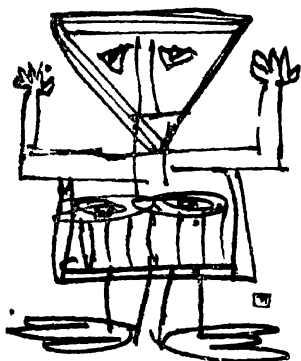
মৌ মাখানো মুখ
কাদায় ভরা বুক,
ঘরে এলে স্বজন বন্ধু
বাড়ে মনের অসুখ ॥

৩৫

স্বার্থকাদায় ভোগের তাপ, জুড়ায় সুখীর প্রাণ,
ঘুষের ঘৃতে পুষ্ট পান লাখ টাকার মান।
কাঁঠালভাঙেন পরের মাথায় কলির ভাগ্যবান ॥

৩৬

ব্যাঙ-মুখো সঙ গুলো
—রঙ ছাপ গায়।
ল্যাং মেরে ঠ্যাং ভাঙে
কচি মাথা খায়।
হেড়ে গলা ছেড়ে তারা
বুলি ঝেড়ে যায়—
গুড়ো হয় ক্ষুদে দানা
কালের চাকায়॥

৩৭

মরচে ধরা মোর্চা ভাঙে
ফুরায় যখন চাল,
সেয়ানা হলে পুঁটি ট্যাংরা
ছিঁড়ে দলের জাল।
দাতারা হয় বৈরী নেতার
যে যার ধরে হাল ॥
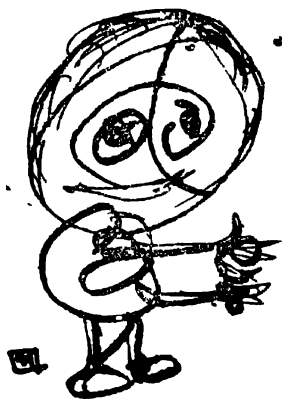
৩৮

বয়সের সাথে বাড়ে
বহুচারী ভাব নানা,
দিনকানা মন রাতে
দশঘরে দেয় হানা ॥

৩৯

পুলিশ যদি পয়সা পায় বালিশ দেয় শুতে
বড়বাজার গেলে পাবে সাপের চর্বি ঘৃতে।
শনিগ্রহ অনুগ্রহ করেন মাঝে-মাঝে—
বাঘেব সঙ্গে ফেউ হলে দেশোদ্ধারের কাজে

৪০

কাঁচা বাঁশে ঘূণ ধরে,
(সুখে) ঘূণ ধরে মনে।
পাপ ঘোরে তার ঘরে
কাল দিন গোনে।
কাঁটা ফোটে তার গায়ে
হিত কথা শুনে॥

৪১

বলরাম সর্দার দুষ্টের শনি।
খাতির করেন তাকে বড় বড় ধনী।
শক্ত মুগুরে ভাঙে ঘুঘুদের বাসা,
রাজনীতি জানে না সে দশের ভর্সা

৪২

বয়স হলো মাগো আমার, বিয়ে করবো কাকে?
কাক শকুনে মাংস খায়—উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে।
বিকাশ বলে সেই ছেলেটা বিলেত গেছে শুনি—
পাড়া ছেড়ে কার ঘাড়ে সে আবার হবে শনি॥

৪৩

যত চাই তত পাই
তবে তোর গুণ গাই।
পাতে যদি পড়ে কম
তোর মাথা কাঁচা খাই।
কুলো ঝাড়ি দুই হাতে
নিন্দার ওড়ে ছাই॥

৪৪

পদ্মাবতীর মনটা বোঝা দায়,
কখন চরে গভীর জলে কখন ঘুঘুডাঙায়।
ছয়ে নয়ে ছয়লাপ সব তার,—
শুধু পেলেই খুশি, নইলে মুখ ভার।
যখন করে যে ডালে ভর,—
কাঁটার ফুল ফোটায় নিরন্তর॥

৪৫

বুদ্ধু হবে মেয়ের জামাই পাড়ার মস্ত ধনী,
ঘরে বরে সুখী হবে আমার লক্ষ্মীমণি।
কচি অঙ্গ ঢলো ঢলো হবে কাঁচা সোনায়,
চার বছরে কোল জুড়বে এক গণ্ডা ছায়॥

৪৬

ময়না পরে গয়না
ঘুঘুর দুই পায়—
ময়না ঘরে রয় না
একলা ঘোরে পাড়ায়।
রঙ্গ দেখায় সঙ্গ পেলে
চক্ষে ধুলো ছড়ায়॥

৪৭

পাড়ার বাঘ ধর্মকানা,
ফন্দি ফিকির অনেক জানা
বাইরে চোস্ত সাহেবীয়ানা—
খোঁড়ে পরের কবরখানা ॥

৪৮

শিষ দেয় গান গায়
গলিপথে গর্জায়,
পাড়াটার লাট কেউ-
মার খায় ভাগ্যের
তাড়া দেয় রাজ্যের
দুঃখের যত ফেউ ॥

৪৯

দেশ বলে ভিন গায়,
দুষমন ভাবে মায়।
চলে তারা এক চোখে
বুদ্ধির তিন পায়।
হিংসার ছুরি শানে,
মৈত্রীর গান গায় ॥

৫০

পাড়ার বাজ পড়ার ঘরে
হঠাৎ কেন ঢুকে,—
পাখির ভ্রাণ পেয়েছে কি
ধূর্ত হাওয়ার মুখে।
কর্তা-গিন্নী গল্প করেন
শোবার ঘরে বসে,
ঘরের পাখি উড়াল দেয়
চৈত্র মাসের শেষে

৫১

ইস্কুলে যেতে হ'লে প্যাণ্ট কোট টুপি চাই,
সিল্কের একজোড়া চোস্ত ছাপা নেকটাই।
বিদ্যার ঝোলা ভবে বিদেশের এঁটো চাল—
বড় হলে নেতা হবে পরে ভূয়ো বাঘছাল॥

৫২

স্থূলভেব কাল আজ,
কাটা-ছাটা তাই সাজ।
চোখে মুখে রঙ-ধূলি
মেয়ে টিয়া বুলবুলি—
নেতাদের কাছে পাবে
গাল ভরা মিছা বুলি॥

৫৩

কাকপক্ষী লংকা খায়, চড়ুই পাকা ধান,
পরহিতে দেশব্রতী খান দশের প্রাণ।
শ্যামা তখন শিঙা ফুঁকে, রামা বাজায় ঢাক
জন-গণেশ দেন ঘন ধর্মঘটের ডাক॥

৫৭

কপাল ভাঙে দল ভাঙলে লাটে বিকায় বাড়ি,
সবার উপর কড়ামিঠা ঘুচে খবরদারী।
হাটে তাই দলের হাড়ির এমন কাড়াকাড়ি।
দলের হাড়ি গড়তে নেতার লাগে কাদার কাড়ি

৫৫

রাজা প্রজার গল্প শুনুন,
মন্ত্রণা দেন বৃদ্ধ শকুন —
দুঃখ কখন দূরে যাবে ?
যমের খাদ্য যে যোগাবে।
দেশের কবে ফিরবে কপাল ?
দেশটা হলে কাদার খাল।
রুটি রুজি চাইলে লাঠি,
পাতে পড়বে ছাই বা মাটি।
দলের নৌকা বাচ্ খেলে,
ফাগুন আনবে আগুন জ্বেলে॥

৫৬

গিন্নী বলেন দিলাম সব
তবু হয় না ছি-ছি!
বলেন কর্তা পেলাম কি,
মানের সঙ্গে তপ্ত ঘি ॥

৫৭

গঙ্গারাম নিজের নাম,
সবাই জপে অবিরাম।
কেউ দেয় পাতের কাঁটা,
কেউ বা সাজে বোকা —
সংসারটা সুখের খাঁচায়
—মস্ত বড় ধোকা ॥

৫৮

বাঘ বলে ছাগলে নষ্টের গোড়া ভাই,
তুমি আমি কেউ নই উদরের ক্ষুধাটাই—
পাতে ওঠে পিঁপড়ে, মাছি বসে পচা ঘায়,
রঙ-করা সঙগুলো ছোটোদের মাথা খায়॥

৫৯
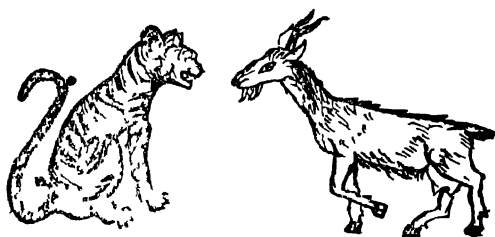
দলে মজা পাকাল মাছ,
পচাল কাদা ঘাটে,
বিকায় তারা বিশেষ মূল্যে
বিধান সভার হাটে।
গড়ায় সুখে এপাশ ওপাশ
রাজনীতির পাটে ॥

শাসন যন্ত্র বিকল হয় মোড়ল নাড়েন কল।
গরম কথার গর্জনে হয় তপ্ত সভাস্থল।
দেশের বুকে বেড়ায় সুখে দলবাঁধা বাঘপাল,
কলি হাকেন শিঙা ফুঁকে বিসর্জনের কাল॥

৬১

খোঁড়া বলে কানাকে
স্থখে থাকা যায় পাঁকে,
কী শীতল গায় মেখে !
পাপ খল তুই ভাই
নেচে বলে তাই-তাই,
সাদা-কালো দাঁতে হাসে
ফিক্ ফিক্ আলোকে,
বিবেকেব ধমকে ॥

৬২

শুনুন এক মজার কথা,
কাকে খায় পুঁথির পাতা।
দুঃখী পায় না ছেঁড়া কাঁথা।
দল বদলের পালাজ্বরে,
মানুষ মরে ভাত-কাপড়ে।
দলের মাংস দলে খায়,
বাঘের পেটে দেশ ঘুমায়॥
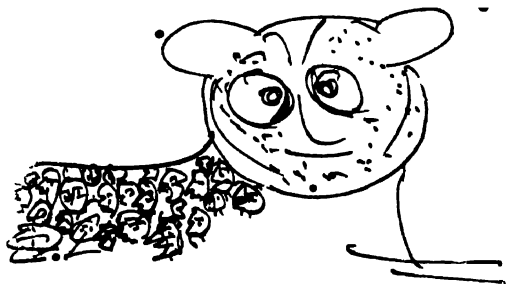
৬৩

এপাড়ায় ওপাড়ায়
বউ-ঝির গল্পে,
মেলে অতি অল্পে
কালিমাখা সস্তা
বহু নিন্দার বস্তা ॥

৬৪

এই কথা সেই কথা নেই কথা বলে,
সুখ পেলে নাক দিয়ে দুধ পড়ে গলে
বাঘিনী সে রক্তের স্বাদু ঘ্রাণ পেলে ॥

৬৫

যত পায় তত চায়
এ চাওয়ার শেষ নাই।
কে মেটাবে কার ক্ষুধা
পাঁচ ভূত যার ঘরে
করে শুধু খাই খাই ॥

৬৬

গরীব গরম ছ'টাকায়
পুষে কাকের ছা।
টাকার কুমীর লাখ টাকায়
করে না কোনো রা॥

৬৭

রাত নেই দিন নেই রক্ত মাখে মুখে,
পাহাড়ে পর্বতে নয় বাঘ ঘোরে বুকে—
ক্ষুধার পীড়ায় কাতর হলে কাদায় গড়ায় সুখে।

৬৮

শহুরে যত কাকের ছা,
ময়ূর পুচ্ছে ঢাকলো গা।
দেশ-বিদেশের স্বরে ডাকে,
ঠুক্‌রে খায় আপন মাকে।
দুপুর বেলা রকে ঘুমায়,
বউ-ঝি ভয়ে কাঁপে পাড়ায়॥

৬৯
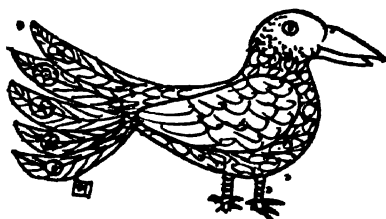
রাজা প্রজার মাথা কাটে,
মায়া যখন রক্তে হাটে।
বয়স হলে ঘেঁটু ফুল,
সেও মজায় চৌদ্দ কুল।
বাম চক্ষে চায় যদি সে,
আকাশ ভাঙে, সাগর শুষে।
সোয়া লক্ষ প্রজা তার,
গড়ে ভাঙে ত্রিসংসার॥

৭০

বুদ্ধির বদলে মউ থাক মগজে,
খেলা-ধূলা নাচ-গান দৈনিক কাগজে।
শাসনের রাশ নাই, সরাভরা ভোগ চাই—
আনন্দে লুট করি ত্রিভুবন দ্বিভুজে॥

৭১
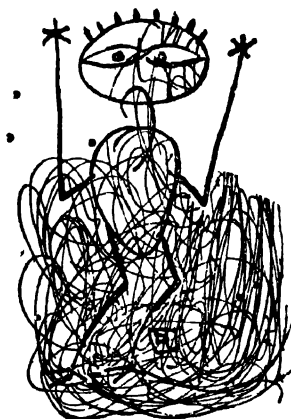
মিঞার বাড়ি টাকার গাছ,
টাকা ধরে বারো মাস—
ইয়ার ধরেন মিঞার পাছ,
টাকার গাছে পরেন ফাঁস।
ধান দেন, চাল দেন—
মিঞা পোষেণ মুর্গি হাঁস॥

৭২

সুগৃহিনী প্রিয়ম্বদা কাঁটা তার কথায় কথায়,
বিদুষীর ম্লান হয় মুখ সোনার ব্যথায়॥

৭৩

বাসনার শত পা।
লাখ তিন তার ছা—
বুক জ্বলে খাঁ খাঁ
চোখ নেই কান নেই
মুখ জোড়া শুধু হা ॥

৭৪

মাথা থাকলে ব্যথা গজায়
বুক থাকলে দুখ,
গিন্নী পেলে নতুন গয়না
গৃহে গজায় সুখ ॥

৭৫

বত্রিশ আগুন জ্বালে ছাব্বিশ বছর,
শীতল পাটি চায় সে সুখের ঘর—
স্বর্গে কিম্বা মর্গে এখন থাকুন ঈশ্বর ॥

৭৬

শোন দেখি বাবুরাম,
মুখে কেন চুণকাম ?
ডোরা-কাটা বাঘ সাপ
গায় এতো রঙ-ছাপ ?
দাঁতপাটি সাদা-কালো
ঠোঁট নখ কে রাঙালো,
হরিণের শিঙ দু'টি
চুলে কিসে গজালো ?
কবে হলি পাড়াটার
বহুরূপী সদার ॥

৭৭

প্যাচ গেলে ল্যাজ খসে
পাল্টে মনের রঙ,
কুটিল জানে শুধু জটিল
কথা বলার ঢঙ ॥

৭৮

রঙ্গন নারীর মন হাজার তুই পা।
দুধ নয় জল নয় কাদায় এক-শা।
বাপ নেই মা নেই (বুকে) লাখ আশার ছা

৭৯

ঘরের ঝি ঘর চেনে না
বাইরে ঘোরে মন,
ষোলর কোঠা শিমূল কাঁটা
বিঁধছে দশ জন ॥

৮০

বয়স এলে ষোলর কোঠায়,
কাল আগুনে অঙ্গ পোড়ায়।
রক্তে ওড়ে ভোগের মাছি—
কাদার খালে হৃদয় গড়ায় ॥

৮১

হ য ব র ল-র শেষ,
রসাতলে যাক দেশ—
পড়ুয়ারা পড়ে সব,
কী ভীষণ কলরব।
বুক নাই, মাথা নাই
মারমুখী জনতা—
পাছে থেকে কাঠি নাড়ে
ছত্রিশ দানা আর
বত্রিশ দেবতা॥

৮২

মৃত্যুর এক ভাই
যার বাড়া ভয় নাই।
শিঙ নাই, লেজ নাই
ঘোরে শুধু ছায়াটাই–
দিনে কাটে দশবার
পাঁজরায় গড় খাই॥

৮৩

দেশের এখন দশম দশা
　　—কে যে হবেন রাজা !
দলের হাঁড়ির তপ্ত তেলে
　　দেশটা হচ্ছে ভাজা।
হাঁড়ি নামলে বাড়ি বসে
　　নেতা খাবেন খাজা ॥

৮৪

ইয়ার করেন ফুলের চাষ,
ফুল ফোটে বারো মাস।
মিঞার বাড়ি টাকার গাছ,
বেচেন তিনি মুর্গি-হাঁস॥

৮৫

পাড়ায় ঘোরে চন্দনা।
অঙ্গ তার কাঁচাসোনা।
কখন বসে কোন ডালে-
পিছু নিল তিন কানা॥

৮৬

গো-বর্দ্ধন হাতীর খেলা,
যেমন প্রভু তেমন চেলা।
পুঁথিপত্র শিকায় থাক,
খোকন শোনে দলের ডাক।
কাজ না করে হও কাজী,
পগার পার যাবার মাঝি।
ধর্ম-গোলায় আগুন দাও,
মাঘের রাতে রৌদ্র পোহাও।
চলছে নতুন কালের মহরৎ—
টপ্পাতালে বাজছে কানা গৎ,
বোবায় হাসে খোঁড়ায় নাচে
যত অন্ধে দেখায় পথ॥

৮৭

বেলা বাড়ে অফিস জুড়ে
জমে মধুর চাক,
কটুগন্ধ গল্পে ভরে
কাজের যত ফাঁক ॥

৮৮

সংসারে মূর্খেরা হেসে-খেলে বাঁচে,
বিজ্ঞ পোড়েন বৃথা চিন্তার আঁচে।
চোখে ভাসে সাদা কালো শত ছায়ামুখ,
যত ভৌতিক কাণ্ডে করে বুক ধুক্‌ধুক্‌ ॥

৮৯

খুনি ভালো ডাকাত ভালো
কলির সাঙাৎ ভালো,—
পরের সুখে মনটা হয়
প্যাঁচার মতন কালো ॥

৯০

স্বার্থে যদি সল্‌তে যোগাও
পাবে জয়ধ্বনি,
অভাব হলে কালি মাখবে—
রাশির হবে শনি ॥

৯১

গিন্নী দিলেন,—পেলাম সব—
কাকের কালো, গলার রব।
হাটে মানের সস্তা দর,
তিনি করেন তাই নিয়ে ঘর ॥

১২

কান-পাত্‌লা কানে হাটে,
রুই কাত্‌লা বিলে,
কান-পাত্‌লার দিন কাটে
পরের কথা গিলে ॥

৯৩

ভুখ বাড়লে ভাত না পেলে,
মায়ে খায় কোলের ছেলে।
তবু যদি না হয় হুঁশ,
প্রভু সহেন শনির রোষ,
ঝড় ওঠে ঈশান কোণে,
বজ্র ডাকে মেঘ বিহনে।
জনরথে রাজা চলে—
দশপ্রভুর মুণ্ড দলে॥

১৪

দেশের কথা দারুণ ব্যথা,
মঞ্চে নাচেন হাজার নেতা।
মন্ত্রী হলে এদের কেউ,
সঙ্গে জোটে শতেক ফেউ।
গজের দাঁত নরের মাথা,
বছর ঘুরলে মেলে ভাতা।
খরায় পোড়ে সোনার ধান,
দুঃশাসনে দেশের প্রাণ।
বারুদ জমছে ঘরে-বাইরে,
রোদ পোহাবে শেষ প্রহরে॥

৯৫

ছাই মাখা মাগুরের অদ্ভুত চেহারা।
বিবিদের চেয়ে ভালো বাবুদের বেয়ারা

৯৬

সুখের ঘরে রাহুর বাস,
রাজা হন ভোগের গ্রাস।
চড়ুই বলে ফুরায় চাল—
বুকে গজায় কালের ঘাস ॥•

৯৭

চোখ দুটো ভুরু-কাটা
গায় জামা কাটা-ছাঁটা-
মুখ হ'লে রঙ-চটা,
পিছু নেয় সঙ-কটা
সিংহের ভোগ হয়
শৃগালের জিব-চাটা ॥

৯৮
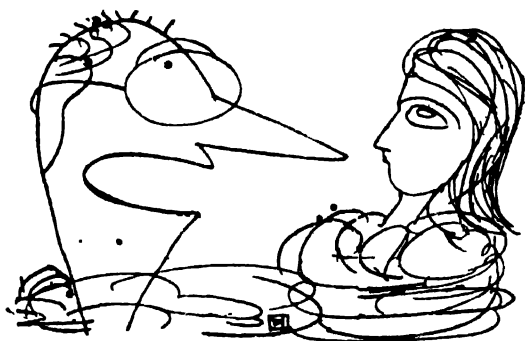
গাড়ি আছে বাড়ি আছে শুনবো কার কথা,
টাকার চাকায় ভাঙি দীন মহাজনের মাথা ॥

৯৯

দলের গোদা বাঘ
কংসমিত্র খাগ।
লেজটা নাড়ে রাগে,
রাখতে হলে প্রাণ
ভোটটা দাও আগে॥

১০০
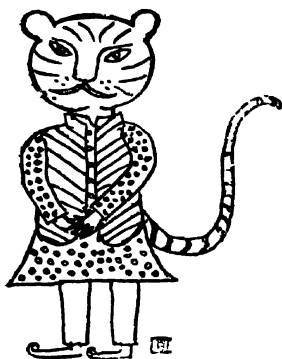
বছর বছর আয়রে সাধের ভোটের গাজন।
বউ-ঝি পাড়ায় দেখবে মজার দলের ভোঁদড়-নাচন।
কাক পাবে লংকা খেতে, শালিক পাবে ছাতু,
বাড়ির কর্তা খাবেন দশ দলের কাতুকুতু।
পাড়ায় ফুটবে বোম পটকা, ছাত্র ভুলবে পড়া,
গাধা পিটে গুরুমশাই খাড়া করবেন ঘোড়া।
কাদা ছড়াবে মুখে মুখে, প্রচুর উঠবে জিগীর—
বাঘ দেবে ডাঙায় হাঁক, জলে চরবে কুমীর।
পুতুল গুণবে দিনের কড়ি বিধানসভা গড়ে,
হাট বসবে ডাকাত-পড়া ভীষণ বাক্য ঝড়ে।
হবু হবেন তন্ত্রধারক, মন্ত্রী হবেন গবু—
ঘরে বসে খাবো জলে আমরা হাবুডুবু॥

১০১

বর্ষে শনি রাজা,
মন্ত্রী অভিশাপ।
পাপ করলে বাপ
সোনার সিঁড়ি বেয়ে
উঠবে ধাপে ধাপ।
যদি করো পুণ্য
ছকে পড়বে শূন্য॥

১০২
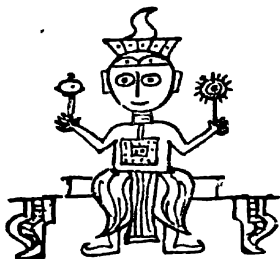
মস্ত বড় নেতার ধামা
মাথায় নিলে মান।
বর্গিরা খায় রাম মুর্গি—
বুলবুলিরা ধান,
নেতার চালে ভাত হয় না
দশের যায় প্রাণ ॥

১০৩

হাঁড়ি চড়া উনুনে
চাল নেই একুনে।
পেট পোড়ে বুক ধুঁকে
ক্ষুধা জ্বালা আগুনে।
বিদুরের ক্ষুদ কুঁড়া
ইঁদুরের খাদ্য—
সেও নেই, যম করে
দুই হাতে বাদ্য॥

১০৪

দেশে দলাদলির কাল।
যদি বাঁচতে চাও ঘোগের বাসায়
পর দলের বাঘছাল।
দল রাখতে দলের পাণ্ডা
গুণ্ডা পোষেণ কয়েক গণ্ডা
ওরা শৃঙ্গ নেড়ে পাড়ায় ঘোরে
যেন যমের মহিষ পাল।
দলে থাকলে বখরা মেলে,
দুধ-ভাত পায় ছেলেপেলে—
অকালে নইলে আসে কাল॥

১০৫

গিন্নী রেগে বল্লে কিছু,
ছন্দে করি স্কন্ধ নিচু।
যেমন তাপ তেমন ভাব
সূত্রে ঘটায় পরম লাভ।
বেলায় বেলায় রূপান্তর,
দুধে ঘনায় রসের সর॥

১০৬

মাসী বল, পিসী বল কেউ কারো নয়,
টাকা যদি ফাঁকা হয়—কড়ি নয়-ছয়॥

১০৭

দেশ ঘুরছে দলের চাকায়, সবাই ভাবে এ কি ?
গল্প করে পাড়া বেড়ায় বাড়ির পদ্ম ঝি।
শুক্‌নো মাঠে ছাতার চেঁচায় শকুন খোঁজে ভাগাড়-
আস্তাকুঁড়ে কুকুর শুঁকে পাতের কাঁটা, হাড়।
'কাকপক্ষীর দেখা নেই, কোথায় প্রজাপতি—
দলের হাতে হলো বুঝি এদের পরম গতি।
কালের ঘাট এপার-ওপার করবে দলের ভেলা,'
দেশ-বিদেশে তাই চলেছে বালখিল্যের খেলা॥

১০৮

দলে উঠে হৈ-হৈ,
নেতা নিলা কেড়ে মৈ
একা খান দুধ-খৈ।
গণেশের বড় জ্ঞাতি
নেতা হন ফুলে হাতি—
দেশময় ধূলো উড়ে,
যম যান ঘরে-ঘরে॥

১০৯
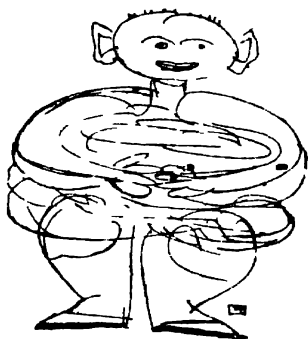
মধু বলে বিধুকে ফুলায় কে ছাতি ?
বিদ্যার জাঁক করে কোথাকার হাতী !
মুখে-মুখে কপচায় ভাঙা বাংলিশ,
খাবারের থালটাকে বলে না-কি ডিশ।
এঁটো পাত খুটে খায় ভূঁড়ো পাতিকাক,
হেড়ে গলা ছেড়ে করে যত হাঁকডাক ॥

১১০

রূপ আছে বয়স আছে

বুঝবো কার ব্যথা,

আকাশ মধুর বাতাস মধুর

মধুর নতুন মিতা।

শীতের দিনেও রৌদ্র মধুর

রাত্রে দীপান্বিতা—

দুষ্টুমুখ পাড়ার লোক

কুলো ঝাড়ছে বৃথা

১১১

বাঘ নাচে ভালুক নাচে
সাপ নাচে বুকে,
কম্প দিয়ে মন্ত্রী নাচেন
ভোটের চাবুকে।
দশের ঘটে দশম দশা,
রাজার হয় তোষণ পেশা,
তুমি আমি মাছি মশা
দেশ বাঁচাবে কে ?
চতুর্দিকে দলের ডঙ্কা
(ইস্তাহারের লবডঙ্কা)
বাজছে জয়ঢাকে ॥

১১২

কাঁচা তেলে ঝোল রান্না
পটল পাতার স্থক্তো,
দু'ভাগ হয়ে এক কোপে
—দেশটা হ'ল মুক্ত।
ময়না তোতার বুলি পড়া,
শখের স্থখের শুনছি ছড়া।
বদলে গেছে পুরানো কাল,
গাছে ধরবে সোনার তাল।
রুই কাত্‌লা চরবে ডাঙায়,
কাঁঠাল ভাঙা যাবে মাথায়।
দেশ-বিদেশের ভিক্ষে করা
চালে ভরবে ভোগের সরা।
রাজরথের টানলে দড়ি,
মিলবে পঞ্চপারের কড়ি॥

১১৩

কেউ বুঝে না পরের ব্যথা,
বুনে সবাই নিজের কাঁথা।
ভোগের হাটে চাল বিকালে,
দুঃখ আসে রাজার ভালে।
শকুন বসে ঘরের চালে॥

১১৪

প্রতিদিন বড়বাবু পান নানা ভেট।
বড়-বড় বানরের বড় বড় পেট॥

১১৫

মিথ্যা কথার ধামা,
দশ ঘরে দেয় হামা ,
সবার আদর কাড়ে—
গায়ে রঙিন জামা ।
পড়লে সত্যি হাচি,
ভয়ে হয় সে মাছি ॥

১১৬

বীরবল বাহুবল।
দাঁতপাটি জ্বলজ্বল।
চোখ দুটো মিহিদানা
বুদ্ধিটা বড় গোল।
বুক নেই, মুখ নেই
দেহখানি সম্বল॥

১১৭

'চোখে মুখে রঙ লেপে।
কথা বলে মেপে-মেপে।
ধূলো মাখা ক্ষুদ কুঁড়ো—
মিহি জালে নেয় ছেঁকে।
কাচঘরে বাস করে।
স্বার্থের রুটি সেঁকে—
কাক ডাকে কা-কা,
কাল মেলে বড় হা॥

১১৮
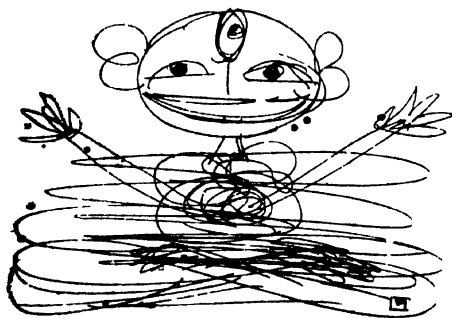
দশের মোড়ল ভাস্বর
গায়ে চিতাব চক্কোর
পাড়ার লোক তুষ্টু বড়
ওকেই বলে ফক্কড় ॥

১১৯

শক্ত পায়ে সত্য হাটে
দিনকে রাঙায় ফুলে—
রাতকে দেখায় আলো,
কালকে বাঁধে চুলে ॥

১২০

বিদ্বান্ মূর্খেরা দুঃখের মোট বয়—
চতুরেরা পথ চলে সুযোগের নৌকয়,
বিবেকের দংশন, নেই বৃথা মান, ভয়।

১২১
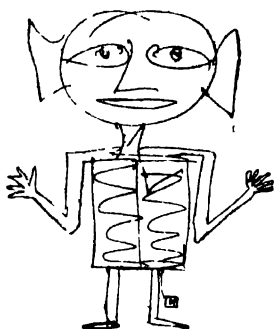
রাজ্য চালান দশজন
দেব নর রাক্ষসগণ—
চতুর্দিকে ঘোরে চাকা,
শূন্যে মিলায় শপথ ফাঁকা।
গালভরা সব তত্ত্বকথা,
খাটালে হয় গর্ত-পোতা।
বিধানসভা কাকের বাসা,
শকুনি খেলে হাড়ের পাশা।